ইত্তেফাক

206

তারিখ ... 18/9/77 ...
পৃষ্ঠা ... 2 কলাম 1 ...

শিক্ষকদের অভিযোগ

'এনা'-র এক খবরে প্রকাশ, গত ১২ই সেপ্টেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঢাকা মেট্রোপলিটান প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক শিক্ষা সংক্রান্ত অফিসগুলি কিরূপ 'দুর্নীতিতে নিমজ্জিত' হইয়াছে ও তাহার ফলে শিক্ষকসমাজ কি প্রকার দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করিতেছেন তাহার বিবরণ দান করেন। শিক্ষকগণকে টিইও-দের অফিসে কি প্রকার হয়রানি ও দুর্ব্যবহার সহ্য করিতে হয় এবং কর্মকর্তা ও কেরানীদের হুমকি-ধমকির সম্মুখীন হইতে হয়, তাঁহারা সাংবাদিকদের নিকট তাহারও বর্ণনা প্রদান করেন। তাঁহারা অভিযোগ করেন যে, প্রাথমিক শিক্ষকগণ শিক্ষা অফিসগুলিতে 'প্রয়োজনীয় পার্সেন্টেজ বা উৎকোচ প্রদানে ব্যর্থ হইলে যখন-তখন তাঁহাদিগকে সাসপেণ্ড ও বদলী করার হুমকি অথবা কারণ দর্শাইবার নোটিস দেওয়া হয়'। ডিপিআই, ডিডিপিআই প্রভৃতির কাছে অভিযোগ জানাইয়া প্রতিকার পান নাই বলিয়া তাঁহারা জানান। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তাঁহারা বলেন যে, শিক্ষকদের অভিযোগের ভিত্তিতে জেলার জনৈক বিভাগীয় অফিসারকে দুই-দুইবার বদলী করা সত্ত্বেও উক্ত অফিসার চার্জ দিয়া স্থান ত্যাগ করেন নাই। শিক্ষকগণ বলেন, আমরা সৎ জীবন-যাপন করিতে চাই, আমরা কখনই নিজেদের এরূপ দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীদের নির্যাতনের শিকার হইতে দিতে পারি না।

পানিতে থাকিয়া কুমীরের সঙ্গে বিরোধ বাধানো সাংঘাতিক বিপজ্জনক জানিয়াও শিক্ষকগণ প্রেস কনফারেন্স করিয়া এইরূপ সোজাসুজি চার্জ আনিতে বাধ্য হইয়াছেন; ইহা হইতেই বোঝা যায়, দুর্নীতিবাজ রক্তশোষাদের অত্যাচারে পিছাইতে পিছাইতে পিঠ তাঁহাদের দেওয়ালে ঠেকিয়াছে। এই স্বল্পবেতনভোগী প্রাথমিক শিক্ষকদের অনেকেরই নিশ্চয় এরূপ অবস্থা যে, রুষ্ট কর্তাদের কলমের খোঁচায় চাকরি গেলে তাঁহাদের দাঁড়াইবার জায়গা থাকিবে না। তবু তাঁহারা রক্তশোষকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত করিয়াছেন, এই সাহসের জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ। দুর্নীতিপরায়ণ অফিসার ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে এভাবেই প্রতিরোধ সৃষ্টি করিতে হইবে, উহাদের জীবন এই প্রকারেই অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতে হইবে, নীরবে সবকিছু সহ্য করিয়া গেলে আর চলিবে না।

এককালে শিক্ষাক্ষেত্র ছিল সবচেয়ে নিষ্কলুষ ও পবিত্র। আর এখন শিক্ষাক্ষেত্রই সম্ভবতঃ দুর্নীতির কালিমায় সবচেয়ে বেশী কলঙ্কিত। দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীরা সৎ শিক্ষকদিগকেও দুর্নীতি করিতে বাধ্য করে! কারণ কর্মকর্তাদের খাই না মিটাইয়া চাকরি করা যায় না। প্রাথমিক শিক্ষক শ্রেণীসহ শিক্ষক সম্প্রদায়ের মধ্যে দুর্নীতি একবার সংক্রামিত হইলে এদেশের আর কি ভবিষ্যৎ আছে? কিছু কিছু ব্যতিক্রম বাদে থানা শিক্ষা অফিসসমূহ কার্যতঃ দুর্নীতি বিস্তারের শিক্ষাকেন্দ্রই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্কুলের রিকগনিশন, উন্নয়ন তালিকাভুক্তকরণ, শিক্ষক নিয়োগ, পোষ্টিং, বদলী, বেতনের বিল পাস, উন্নয়নের জন্য মঞ্জুরীকৃত অর্থ ড্র করা—সকল ব্যাপারেই দুর্নীতিপরায়ণ অফিসার ও করনিকদের পার্সেন্টেজ ও মালপানি ভুয়া স্কুলের নামে শিক্ষা অফিসারদের লক্ষ লক্ষ টাকার বিল ড্র করারও অনেক খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। শিক্ষা অফিসসমূহের দুর্নীতি সম্পর্কে কাগজে লেখালেখি কিছু কম হয় নাই। কিন্তু অবস্থার অবনতিই চলিতেছে। এরূপ দৃষ্টান্তও রহিয়াছে যে, শিক্ষা অফিস বা শিক্ষায়তনের দুর্নীতি সম্পর্কে তথ্য-প্রমাণসহ অভিযোগ জানানো হইয়াছে, তদন্তে উহা প্রমাণিতও হইয়াছে, কিন্তু প্রতিকার কিছু হয় নাই। বরং উল্টা অভিযোগকারীকেই নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছে। যাঁহারা তদন্ত করিতে যান, তাঁহাদিগকে প্রায়ই দুর্নীতিবাজরা প্রচুর খিলাইয়া পিলাইয়া পটাইয়া ফেলে এবং ফেরার সময় তাহাদের গাড়ীতে উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত, সরু চাল, খাসী-মোরগ, বৃহৎ রুই-কাতল-চিতল মৎস্য ও রকমারি মিষ্টান্ন উঠাইয়া দিয়া আকণ্ঠ পরিতৃপ্ত করে। এরপর দুর্নীতি আর থাকে কোথায়?

আসল কথা, আগাগোড়া পচিয়া গিয়াছে। সরিষাতেও শতভূত। এমতাবস্থায় শিক্ষা বিভাগ তথা শিক্ষাক্ষেত্রে আগা হইতে গোড়া পর্যন্ত একটা প্রবল ঝাঁকুনির দরকার।